# জাহান্নাম সিরিজ -৬

# জাহান্নাম পর্ব-৩

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ জাহান্নাম সিরিজ-৬ , জাহান্নাম পর্ব -৩।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃসুরা সোয়াদ

১) তা হলো জাহান্নাম। তাতেই প্রবেশ করবে তারা(সীমালঙ্ঘনকারীগণ)।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ৫৬

জাহান্নাম ,সেথায় তারা প্রবেশ করবে,কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

২) আমি তোকে(শয়তান) আর তোর অনুসারীদের দিয়ে পরিপূর্ণ করবো জাহান্নাম।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ৮৫

তোমার দ্বারা ও তোমার সমস্ত অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃসুরা আয যুমার

৩) কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

সুরা ৩৯ আয যুমার, আয়াতঃ ৩২

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ

فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং যখন তার নিকট সত্য আসে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

৪)দাম্ভিকদের আবাস কি জাহান্নাম নয়?

সুরা ৩৯ আয যুমার, আয়াতঃ ৬০

وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ

اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾

তুমি কিয়ামতের দিন যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা  আরোপ করে, তাদের মুখ কালো দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

৫) বিচার ফায়সালার পর যারা কুফরী করছে বলে প্রমাণিত হবে, তাদের দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অভিমুখে ।.....বলা হবে, দাখিল হও জাহান্নামের দরজা সমূহ দিয়ে ।

সুরা ৩৯ আয যুমার, আয়াতঃ ৭১, ৭২

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ
اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ
لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

কাফিরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে । যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের দারোয়ানরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসুলগণ আসেন নি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত তেলাওয়াত করতেন এবং তোমাদেরকে এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে সতর্ক করতেন? তারা বলবেঃ অবশ্যই এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুম বাস্তবায়িত হয়েছে।

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

তাদেরকে বলা হবেঃ জাহান্নামের দ্বার সমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুমিন/ গাফির

৬) জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে, "তোমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের জন্যে আযাব লাঘব করে দেন।

সুরা ৪০ আল মুমিন, আয়াতঃ ৪৯

وَ قَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا

يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

জাহান্নামের অধিবাসীরা তার প্রহরীদেরকে বলবেঃ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের হতে একদিন আযাব হ্রাস করেন।

৭) নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদতের ব্যপারে হঠকারিতা প্রদর্শন করে , শীঘ্র তারা দাখিল হবে জাহান্নামে অপদস্ত হয়ে ।

সুরা ৪০ আল মুমিন, আয়াতঃ ৬০

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

তোমাদের প্রতিপালক বলেনঃ তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত বিমুখ , তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।

৮) এখন দাখিল হও জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে।

সুরা ৪০ আল মুমিন, আয়াতঃ ৭৬

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى

الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

তোমরা জাহান্নামের দ্বার সমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্যে, আর কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আয্ যুখ্রুফ

৯)অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামের আযাবে চিরকাল।

সুরা ৪৩ আয্ যুখ্রুফ, আয়াতঃ ৭৪

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾

নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে চিরকাল-

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল জাসিয়া

১০)তাদের পেছনেই রয়েছে জাহান্নাম।

সুরা ৪৫ আল জাসিয়া, আয়াতঃ ১০

مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا

اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾

তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয় । তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফাত্হা

১১)এবং তাদের(মুনাফিক পুরুষ নারী, মুশরিক পুরুষ নারী ) জন্যে তৈরী করে রেখেছেন জাহান্নাম।

সুরা ৪৮ আল ফাত্হা, আয়াতঃ৬

وَّ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ
الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآىِٕرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ۝٦

এবং তিনি মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী,মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে।তাদের উপর অকল্যাণের চক্র(আযাব), আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন আর তাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; ওটা কত নিকৃষ্ট আবাস!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ক্বাফ

১২) জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক দাম্ভিক কাফেরকে।

সুরা ৫০ ক্বাফ, আয়াতঃ ২৪, ২৫, ২৬

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ۝٢٤

(আদেশ করা হবেঃ) তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে-

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ۝٢٥

কল্যাণকর কাজে বেশী বেশী বাঁধা দানকারী , সীমালঙ্ঘনকারী, ও সন্দেহপোষণকারীকে।

الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করতো তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

১৩) সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো " তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছো?" "সে বলবে আর আছে কি?

সুরা ৫০ ক্বাফ, আয়াতঃ ৩০

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾

সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবোঃ তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো? (জাহান্নাম) বলবেঃ আরো আছে কি?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তূর

১৪) সেদিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে।

সুরা ৫২ আত্ তুর, আয়াতঃ ১৩

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾

সেদিন তাদেরকে চরমভাবে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আর রাহমান

১৫) এই সেই জাহান্নাম অপরাধীরা যাকে অস্বীকার করতো।

সুরা ৫৫ আর রাহমান, আয়াতঃ ৪৩

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۴۳﴾

এটা সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুজদালা

১৬) তাদের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট।

সুরা ৫৮ আল মুজদালা, আয়াতঃ ৮

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ یَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ
یَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِیَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَ اِذَا جَآءُوْكَ
حَیَّوْكَ بِمَا لَمْ یُحَیِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَ یَقُوْلُوْنَ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا یُعَذِّبُنَا اللّٰهُ
بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ یَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۸﴾

তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য কর না, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো; অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচারণ, সীমালঙ্ঘন এবং রাসুল(সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের জন্যে কানাঘুষা করে। তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন(সালাম) করে যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলেঃ আমরা যা বলি তার জন্যে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি যেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাহরীম

১৭) তাদের (কাফির ও মুনাফিকদের) আশ্রয় হবে জাহান্নাম।

সুরা ৬৬ আত্ তাহরীম, আয়াতঃ ৯

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٩

হে নবী (সঃ)! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হন। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মূলক

১৮) যারা তার প্রভুর প্রতি কুফুরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

সুরা ৬৭ আল মূলক, আয়াতঃ ৬

وَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦

আর যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব, ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল জিন

১৯)কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীরা হবে জাহান্নামেরই জ্বালানী।

সুরা ৭২ আল জিন,আয়াতঃ১৫

وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٥

অপরপক্ষে অত্যচারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।

২০) যে কেউ আল্লাহকে ও তাঁর রসুলকে অমান্য করবে, তার জন্যে জাহান্নামই অবধারিত।

সুরা ৭২ আল জিন, আয়াতঃ ২৩

إِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ

نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

শুধু আল্লাহর পক্ষ হতে পৌঁছানো এবং তাঁর বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করবে। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল(সঃ)-কে অমান্য করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাবা

২১) অবশ্যই জাহান্নাম অপেক্ষমান, আল্লাহদ্রোহী সীমালঙ্ঘনকারীদের বাসস্থান।

সুরা ৭৮ আন নাবা, আয়াতঃ ২১ ,২২

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওৎপেতে রয়েছে;

لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾

যা সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয় স্থল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল বুরুজ

২২)তাদের (যারা মু'মিন পুরুষ -নারীদের উপর নির্যাতন- জুলুম চালিয়েছিল) জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

সুরা ৮৫ আল বুরুজ, আয়াতঃ ১০

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

যারা ঈমানদার নর-নারীর উপর যুলুম-নির্যাতন করেছে এবং পরে তওবা'ও করেনি তাদের জন্যে জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণা রয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফজর

২৩) সেদিন জাহান্নামকে সামনে নিয়ে আসা হবে।

সুরা ৮৯ আল ফজর, আয়াতঃ২৩

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ

الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾

সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে; কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বাইয়্যেনা

২৪)আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফুরী করবে তারা এবং মুশরিকরা থাকবে জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ৯৮ বাইয়্যেনা, আয়াতঃ ৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের ভয়াবহতা ও সর্বগ্রাসী রূপ পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহে বর্ণনা করেছেন । আসুন আমরা বিচারের দিনে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদত ও আমলে সালেহ করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন কিয়ামতকালে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন ।

আমীন ।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....